মণ্ডলীতে বিশ্বাসীদের আচরণ

প্রথম থিষলনীকীয় ৫ অধ্যায় ১২-১৫ পদ

পৃথিবীর মাটিতে যত সংস্থা আছে, তাদের মধ্যে বিশ্বাসীদের সমষ্টি তথা মণ্ডলী হল সবথেকে বেশি আশীর্বাদযুক্ত। কারণ খ্রীস্ট নিজে নতুন নিয়মের মণ্ডলী স্থাপন করেছেন (মথি ১৬:১৮), অনন্তকাল ধরে এই মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন (ইফিষীয় ৫:২৫-২৭), এবং মণ্ডলীর বিষয় তিনি ঘোষনা করেছেন যে, *"পাতালের পুরদ্বার সকল তার বিরুদ্ধে প্রবল হবে না"* (মথি ১৬:১৮)। কিন্তু মণ্ডলী যেহেতু আমার-আপনার মতো সাধারণ বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত, আমরা যদিও আমাদের পাপ ও তার শাস্তি থেকে উদ্ধার পেয়েছি, তথাপি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাপ করে থাকি। তাই, মণ্ডলীতে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাসীদের সঠিক আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম থিষলনীকীয় পত্রের প্রথম ১-৩ অধ্যায়ে, খ্রীস্টবিশ্বাসের বিভিন্ন সত্য তুলে ধরার পর, ৪ অধ্যায় থেকে পৌল সেই সমস্ত সত্যকে ভিত্তি করে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য উপদেশ বা উৎসাহব্যঞ্জক বা উদ্দিপনাদানকারী কয়েকটি কথা *(exhortation)* বলেছে। প্রথমে, বিশ্বাসীদের বিশুদ্ধ যৌন জীবন (৪:১-৮), তারপর বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম (৪:৯-১০) এবং বিশ্বাসীদের পরিশ্রমী জীবন (৪:১১-১২) সম্বন্ধে পৌল বলেছে। বিশ্বাসীদের পরিশ্রমী জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, পৌল উপলব্ধি করেছে যে, মণ্ডলীর মধ্যে এমন কিছু বিশ্বাসী আছে, যারা যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সন্নিকটতার অজুহাত দেখিয়ে, তাদের নিজেদের দৈনন্দিন কাজ বা দায়িত্ব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা অন্য বিশ্বাসীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাই, পৌল এর ঠিক পরবর্তী অংশে, ৪:১৩-১৮ পদে, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে যে সমস্ত বিশ্বাসীর মৃত্যু হয়েছে, পৌল তাদের সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের আশাহত হবার পরিবর্তে *"একে অন্যকে সান্ত্বনা দিতে বলেছে"* (৪:১৮)। আর তার সঙ্গে সঙ্গে, যীশুর দ্বিতীয় আগমনের দিনক্ষণ না জানার কারণে, পৌল বিশ্বাসীদেরকে দীপ্তির সন্তানদের ন্যায় চলার দ্বারা যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে এবং *"পরস্পরকে আশ্বাস দিতে ও একজন অন্যকে গেঁথে তুলতে"* উৎসাহ দিয়েছে (৫:১১)।

এখন, ৪:১ পদে, থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের ব্যবহারিক জীবন যাপনে উৎসাহদানের জন্য পৌল যে কথা শুরু করেছিল, ৫:১২-২৮ পদে পৌল সে বিষয়ে পুনরায় উল্লেখ করে পত্রটি শেষ করেছে। আজ আমরা ৫:১২-১৫ পদ দেখতে চলেছি, যেখানে পৌল মণ্ডলীতে নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে তাদের অনুসরণ-কারীদের মধ্যে সুস পর্ক বজায় রাখার দ্বারা শান্তি উপভোগ করতে উৎসাহ দিয়েছে। তাদের মধ্যে সুস পর্কের কথা আলোচনা করার আগে, মণ্ডলীতে খ্রীস্টীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। পৌল ও তার সঙ্গীরা যখনই কোথাও মণ্ডলী স্থাপন করেছে, তখন প্রথম থেকেই তারা তাদের অনুপস্থিতিতে সেই মণ্ডলী যাতে সুষ্ঠভাবে এগিয়ে চলে, তার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছে (প্রেরিত ১৪:২৩)। ১তীমথিয় ৩:১-৭ এবং তীত ১:৫-৯ পদে, মণ্ডলীতে এই সমস্ত নেতার যোগ্যতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে পৌল পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছে। নতুন নিয়মে মণ্ডলীকে নেতৃত্ব দেবার জন্য যে সমস্ত পদের কথা বলা হয়েছে, তারা হল, (১) **প্রাচীন** (প্রেরিত ১৫; ২০:১৭; ১তীমথিয় ৫:১৭, ১৯; তীত ১:৫; যাকোব ৫:১৪; ১পিতর ৫:১, ৫); (২) **অধ্যক্ষ (বিশপ)** (প্রেরিত ২০:২৮; ফিলীপীয় ১:১; ১তীমথিয় ৩:১-২; তীত ১:৭); (৩) **পালক** (ইফিষীয় ৪:১১; মথি ৯:৩৬; মার্ক ৬:৩৪); এবং (৪) **নেতা** (ইব্রীয় ১৩:৭; ১৭:২৪)।

এখন, থিষলনীকীতে পৌল ও তার সঙ্গীরা যে মণ্ডলী স্থাপন করেছিল, সেই মণ্ডলীতে এই সমস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত নেতাদের খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ ছিল না। কারণ (১) পৌল যখন এই চিঠি লিখছে, তার কয়েক মাস আগে এই মণ্ডলীটি স্থাপিত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হয়েছিল এবং এর বেশিরভাগ সদস্য/সদস্যা ছিল নতুন বিশ্বাসী। তাই, তাদের মধ্যে নেতা হিসাবে উপযুক্ত পরিপক্ক ব্যক্তিকে বেছে পৃথক করা সহজ কাজ ছিল না। তথাপি, ঈশ্বরদত্ত বিচক্ষণতায় পৌল তাদের মধ্য থেকেও নেতাদের নিযুক্ত করেছিল। থিষলনীকীর এই সমস্ত নেতাদের যদিও প্রাচীন, অধ্যক্ষ বা পালক উপাধিতে ভূষিত করা হয়নি, কিন্তু ৫:১২ পদে তাদেরকে *"প্রভুতে তোমাদের উপরে নিযুক্ত"* বলা হয়েছে। (২) নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই ছিল সমাজের সাধারণ বা নিচু তলার মানুষ। তাদের মধ্যে অনেকে আবার ছিল ক্রীতদাস, যারা কখনও নেতৃত্বদান বা দায়িত্বশীল পদের কথা চিন্তা পর্যন্ত করেনি। তাই, তাদেরকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বদানের অর্থ কী, তা শিক্ষা দেবার প্রয়োজন ছিল। তাদের সেই বাস্তব পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে, পত্রের শেষাংশে এসে পৌল তাদেরকে এ বিষয়ে কয়েকটি ব্যবহারিক উপদেশ দিয়েছে। প্রথমে **নেতাদের দায়িত্বের** কথা বলা হয়েছে, এবং তার পর তাদের অনুসরণকারী মণ্ডলীর **বিশ্বাসীদের দায়িত্বের** কথা পৌল বলেছে।

ক। নেতাদের দায়িত্ব

১২ পদে পৌল লিখেছে, *"কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের নিবেদন করছি, যারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করে ও প্রভুতে তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছে, এবং তোমাদের চেতনা দেয়, তাদের চিনে নেও।"* থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের দায়িত্বের কথা বলতে গিয়ে, পৌল তার নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করার পরিবর্তে, তাদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন বা অনুরোধ করেছে, *"ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের নিবেদন করছি"*। বিশ্বাসীদের প্রতি পৌল মণ্ডলীর নেতাদের ৩টি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছে।

(১) পরিশ্রম করা: *"যারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করে।"* এখানে পরিশ্রম করার জন্য যে গ্রিক শব্দ (κοπιῶντας) ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ ঘাম ঝরিয়ে, ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত কষ্ট বা চেষ্টা করা। একজন মেষপালক যেমন তার মেষদের যত্ন নেয়, কিংবা একজন পিতা যেমন তার পরিবারকে পরিচালনা দেয়, ঠিক তেমনই মণ্ডলীর নেতারা মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জন্য পরিশ্রম করে। পৌল নিজে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সময় সেই আদর্শ তাদের কাছে তুলে ধরেছে: *"আমাদের পরিশ্রম ও আয়াস তোমাদের স্মরণে আছে, তোমাদের কারুর ভারস্বরূপ যেন না হই, তারজন্য আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম"* (১থিষলনীকীয় ২:৯)।

(২) প্রভুতে বিশ্বাসীদের উপর নিযুক্ত: *"প্রভুতে তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছে।"* বিশ্বাসীদের গেঁথে তুলতে বা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য (২করিন্থিয় ১০:৮) মণ্ডলীর নেতাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ, তাদেরকে অন্য বিশ্বাসীদের সামনে থেকে পরিচালনা দিতে হবে। তাই, তারা কখনও বিশ্বাসীদের সামনে থেকে পরিচালনা দিতে অস্বীকার করে না। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, তারা জগতের নেতাদের ন্যায় অন্যদের উপর তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। পরিবর্তে ১পিতর ৫:২-৩ পদকে মেনে, তারা দাস হিসাবে অন্যদের নেতৃত্ব দেবে *(servant leader)*: *"তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তা পালন কর; অধ্যক্ষের কাজ কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক, ঈশ্বরের অভিমতে, কুৎসিত লাভের জন্য নয়, কিন্তু উৎসুকভাবে কর; নিরূপিত অধিকারের উপরে <u>কর্তৃত্বকারীরূপে নয়</u>, <u>কিন্তু পালের আদর্শ হয়েই কর</u>।"*

(৩) চেতনা দেওয়া: *"তোমাদের চেতনা দেয়।"* চেতনা দেবার অর্থ, কারুর কোনও ভুল সংশোধন করার জন্য বা কাউকে তার ভুল পথ থেকে ফেরাতে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, চেতনা দানের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে স পর্ক তিক্ত স পর্কে রূপান্তরিত হবে। ১করিন্থিয় ৪:১৪ পদে, খ্রীস্টীয় চেতনাদানের মধ্যে যে মনোভাব থাকা প্রয়োজন, পৌল তা উল্লেখ করেছে: *"আমি তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, কিন্তু সন্তান হিসাবে তোমাদের চেতনা দেবার জন্য এই সমস্ত লিখছি।"* মণ্ডলীর নেতৃবর্গ বিশ্বাসীদের কেবল প্রশংসা বা স্তাবকতার কথা বলবে না; প্রয়োজন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অনুসারে তাদের ভালোর জন্য, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, পাপ বা অপরাধ থেকে ফিরতে কিংবা ভ্রান্ত মনোভাবের পরিবর্তন করতে, তাদের চেতনা দিতে অস্বীকার করবে না (যিহিষ্কেল ৩:১৭)। এর জন্য সমগ্র বাইবেল থেকে শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে। তাই, পৌল যখন প্রয়োজন অনুভব করেছে, তখন বিশ্বাসীদের চেতনা দিতে কোনওভাবে দ্বিধা করেনি: *"আমি তিন বৎসর কাল রাত দিন প্রত্যেকজনকে চোখের জলে চেতনা দিতে ক্ষান্ত হইনি"* (প্রেরিত ২০:৩১)।

খ। অনুসরণকারীদের দায়িত্ব

১২খ-১৩ পদে পৌল লিখেছে, *"তাদের চিনে নেও, আর তাদের কাজের কারণে তাদেরকে প্রেমে অতিশয় সমাদর কর। নিজেদের মধ্যে ঐক্য রাখ।"* মণ্ডলীতে নেতারাই যে কেবল তাদের দায়িত্ব পালন করবে, তা নয়; মণ্ডলীর সাধারণ বিশ্বাসীরাও নেতাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব সমানভাবে পালন করবে। বিশ্বাসীরা যদি মণ্ডলীর নেতাদের অবহেলা করে বা তুচ্ছজ্ঞান করে, তাহলে, মাণ্ডলিক জীবন খুব কঠিন হয়ে ওঠে। তাই ইব্রীয় পত্রের লেখক এমন কথা বলেছে, *"তোমরা তোমাদের নেতাদের আজ্ঞাপালনকারী ও বশীভূত হও, কারণ নিকাশ দিতে হবে বলে তারা তোমাদের প্রাণের জন্য প্রহরি-কাজ করছে, যেন তারা আনন্দপূর্বক সেই কাজ করে, আর্তস্বরপূর্বক না করে; কারণ এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক"* (ইব্রীয় ১৩:১৭)। মণ্ডলীর নেতাদের প্রতি বিশ্বাসীদের ৩টি দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে।

(১) নেতাদের চিনে নেওয়া: *"তাদের চিনে নেও।"* এখানে যে গ্রিক শব্দ (εἰδέναι, οἶδα) ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা, বা সম্পূর্ণ অর্থে জানা, বা তাদের যথার্থ মূল্য স্বীকার করা। এখানে, এর অর্থ, বিশ্বাসীরা তাদের নেতাদের গভীরভাবে জানবে, এবং মণ্ডলীতে তাদের অবদান বা পরিচর্যাকে স্বীকার করবে। এখন, মণ্ডলীতে অনেক সময় বিশ্বাসীরা তাদের নেতাদের বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা করে থাকে বা ভুল বুঝে থাকে। কিন্তু বিশ্বাসীরা যখন তাদের নেতাদের সঠিকভাবে জানে বা উপলব্ধি করে, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সেই ভুল চিন্তা দূর হয়ে থাকে।

(২) নেতাদের সমাদর করা: *"আর তাদের কাজের কারণে তাদেরকে প্রেমে অতিশয় সমাদর কর।"* মণ্ডলীর নেতাদের কাজকে কথা স্মরণ করে, বিশ্বাসী আমরা তাদের সমাদর করতে বাধ্য। অর্থাৎ, নেতাদের কেবল চেনা ও তাদের স্বীকার করা নয়; এখানে তাদেরকে সীমাহীনভাবে (অতিশয়) সম্মান বা সমাদর করতে বলা হয়েছে। নেতাদের প্রতি এই শ্রদ্ধা-সম্মান ***খ্রীস্টীয় প্রেমে*** সাধন করতে বলা হয়েছে। গ্রিক নতুন নিয়মে এই পদে, প্রেমের জন্য আগাফে (ἀγάπη) শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে; যার অর্থ, ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের দ্বারা নয়, কিন্তু মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে ত্যাগস্বীকারের এই ভালোবাসার দ্বারা বিশ্বাসীরা মণ্ডলীর নেতাদের সমাদর করে থাকে। পৌলের প্রতি গালাতীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের এমন প্রেমের কথা আমরা গালাতীয় ৪:১৫ পদে পাই, *"আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সাধ্য থাকলে তোমরা নিজের নিজের চোখ তুলে আমাকে দিতে।"*

(৩) শান্তি বজায় রাখা: *"নিজেদের মধ্যে ঐক্য রাখ।"* এর আগে পর্যন্ত পৌল যদিও তাদের কাছে 'সবিনয় নিবেদন' করেছে; কিন্তু এখানে এই কথা বলতে গিয়ে একে আদেশ হিসাবে তুলে ধরেছে। যখন নেতারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে; এবং তাদের অনুসরণকারীরা তাদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, তখন সুসমন্বয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য, এই আদেশটি যে কেবল অনুসরণকারীদের জন্য, তা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। নিজেদের মধ্যে ঐক্য রাখতে বলার দ্বারা, এর মধ্যে নেতাদেরকেও আমরা চিন্তা করতে পারি। যাইহোক, মণ্ডলীতে যখন অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরী হয়; তার জন্য নেতারা দায়ী হতে পারেন, আবার বিশ্বাসীরাও দায়ী হতে পারে, আবার কখনও কখনও উভয়েই দায়ী হতে পারে; তখন যে বিষয়টি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, প্রত্যেকে যেন নিজের দোষ দেখতে বা নিজে ঐক্য গড়তে সচেষ্ট হয়। তার জন্য প্রয়োজন *"নিজেদের মধ্যে পথে বিবাদ না করা"* (আদি ৪৫:২৪); এবং *"শান্তির যোগবন্ধনে*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হওয়া'' (ইফিষীয় ৪:৩)।

গ। বিশেষ মনোযোগ

১৪-১৫ পদে, পৌল মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের প্রতি নেতা ও বিশ্বাসীদের বিশেষ নজর দিতে বলেছে, *''আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের বিনয় করছি, যারা অনিয়মিতরূপে চলে, তাদের চেতনা দেও; ক্ষীণসাহসদের সান্ত্বনা দেও; দুর্বলদের সাহায্য কর; সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও। দেখ, যেন অপকারের পরিশোধে কেউ কারও অপকার না করে; কিন্তু পরস্পর ও সকলের প্রতি সদাচরণ অনুধাবন কর।''*

(১) যারা অনিয়মিতরূপে চলে, তাদের চেতনা দিতে হবে: এখানে 'অনিয়মিতরূপে চলার' জন্য যে গ্রিক শব্দ *(ἀτάκτους)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, সাধারণ নিয়ম না মেনে চলা বা শাসনকে অগ্রাহ্য করা। ধরা যেতে পারে, এর দ্বারা পৌল মণ্ডলীর মধ্যে তাদের নির্দেশ করেছে, যারা অলসভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করছিল; নিজেদের যথেষ্ট সামর্থ থাকা সত্ত্বেও, তারা কোনও কাজকর্ম না করে, অন্যদের উদারতার উপর নির্ভর করে চলছিল। পৌল খুব স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে চেতনা দিতে, অর্থাৎ তাদেরকে সেই ভুল পথ থেকে ফিরাতে বলেছে। কাউকে তার দোষের কথা বলা যদিও সহজ নয়; তথাপি তার আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিতে যা ক্ষতিকারক, এমন বিষয় যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন তা তাকে বলতে হবে।

(২) যারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে, তাদের সান্ত্বনা দিতে হবে: *''ক্ষীণসাহসদের সান্ত্বনা দেও।''* মণ্ডলীতে এমন অনেক বিশ্বাসী আছে, যারা নিজেরা তেমন সাহসী নয়, যারা অল্প চাপের মুখে পড়লেই দিশেহারা হয়ে যায়। তাদের তুলনায় যারা সবল, তারা যেন এই সমস্ত নিরুৎসাহীদের তুচ্ছজ্ঞান না করে। পরিবর্তে, তারা যেন সেই সমস্ত লোকদের সান্ত্বনা ও উৎসাহ জোগায়, যাতে তারা পুনরায় উত্তম যুদ্ধ প্রাণপণ করতে সচেষ্ট হয়।

(৩) যারা দুর্বল, তাদের সাহায্য করতে হবে: *''দুর্বলদের সাহায্য কর।''* এ কথার অর্থ, দুর্বলরা যেন এই সত্য উপলব্ধি করে যে, মণ্ডলীতে তাদের সঙ্গে অন্যরা আছে, যারা সব সময় তাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত; তাদের সমস্ত সঙ্কটে তাদের পাশে থেকে তারা সাহায্য করবে, তাদের কখনও ত্যাগ করবে না। মণ্ডলীতে খ্রীস্টের যে সমস্ত সৈনিক আছে, তারা সর্বদা তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

(৪) যারা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাদের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হতে হবে: *''সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও।''* খ্রীস্টবিশ্বাসী তার নিজের আগ্রহকে কখনও প্রথম বা প্রধান স্থান দেবে না; কিংবা যাদের সঙ্গে তার মতের মিল হবে না, তাদের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নেবে না। পরিবর্তে, সকলের প্রতি সে সহ্যশক্তির পরিচয় দেবে, এবং তাদেরকে মানিয়ে নেবার দ্বারা প্রভুর পথে তাদেরকে পরিচালনা দেবে।

(৫) যারা অপকার করে, তাদের প্রতি অপকারের পরিবর্তে সাদাচরণ করতে হবে: *''দেখ, যেন অপকারের পরিশোধে কেউ কারও অপকার না করে; কিন্তু পরস্পর ও সকলের প্রতি সদাচরণ অনুধাবন কর।''* খ্রীস্টবিশ্বাসীকে প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। ফলস্বরূপ, যারা আমাদের তাড়না করে, আমাদের অপকার করে, তাদের প্রতিও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। খ্রীস্টীয় প্রেম *(ἀγάπη)* বাদ-বিচার করে সদাচরণ করে না। খ্রীস্টের আদর্শকে অনুসরণ করে, বিশ্বাসী আমরাও (যোহন ১৫:২০) সহ্যশক্তির পরিচয় দিতে বাধ্য; প্রতিশোধ নেবার পরিবর্তে, আমরা সর্বদা তাদের ভালো করব (রোমীয় ১২:১৯-২১; ১৪:১৯; ২বিবরণ ৩২:৩৫)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com